দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

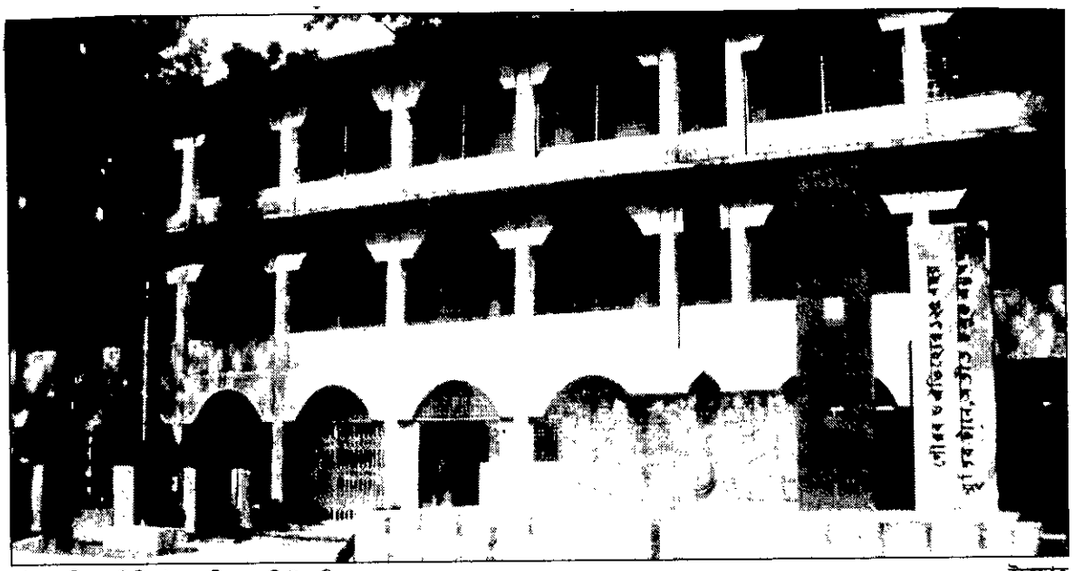

পটুয়াখালী : জুবিলী পটুয়াখালী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ভবন -ইত্তেফাক

পটুয়াখালী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় স্বমহিমায় সমুজ্জল

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক দশক আগে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে বর্তমান জেলা ডাকঘরের কাছে অক্ষয় কুমার দের নিজস্ব জায়গায় একটি গোলপাতার ঘরে রস রঞ্জন পাল নামে একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান শিক্ষকতায় 'পটুয়াখালী এন্ট্রান্স স্কুল' নামে বিদ্যালয়টির প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়

■ নির্মল রক্ষিত, পটুয়াখালী প্রতিনিধি

শতাব্দীর ইতিহাস বিজড়িত ঐতিহ্যময় পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ১৮৮৭ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বছর পূর্তিতে গোল্ডেন জুবিলী (সুবর্ণজয়ন্তী) উৎসব পালন হওয়ার বছর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই জুবিলী উৎসবের স্মারক হিসেবে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'পটুয়াখালী জুবিলী হাই ইংলিশ স্কুল'।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক দশক আগে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে বর্তমান জেলা ডাকঘরের কাছে অক্ষয় কুমার দের নিজস্ব জায়গায় একটি গোলপাতার ঘরে রস রঞ্জন পাল নামে একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান শিক্ষকতায় 'পটুয়াখালী এন্ট্রান্স স্কুল' নামে বিদ্যালয়টির প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। যে সকল শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় চালু করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রজমোহন দত্ত (পটুয়াখালী মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম মুন্সেফ), নবীন চন্দ্র সেন, উমেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, অক্ষয় কুমার দে প্রমুখ।

১৮৮৪ সালে তদানীন্তন এসডিও ময়েজউদ্দিন হোসেন বর্তমান বিদ্যালয়ের জায়গাটি এক মালিকের কাছ থেকে পত্তন নেন। এরপর সরকারি অনুদান ও স্থানীয়দের কাছ থেকে আদায় করা চাঁদার পাকায় ওই স্থানে আট কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা দালান নির্মাণ করেন। ১৮৮৭ সালে বিদ্যালয়টি গোলপাতার ঘর থেকে নবনির্মিত দালানে স্থানান্তরিত হয় এবং নতুন নামকরণ হয় 'পটুয়াখালী জুবিলী হাই ইংলিশ স্কুল'।

১৯১২ সালে তদানীন্তন সরকার সরকারিকরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন ১৫ বিঘা জমি হুকুমদখল করে শিক্ষা বিভাগের হাতে দেয়। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় কার্যনির্বাহী কমিটি বিদ্যালয়টি সরকারি পরিচালনায় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পক্ষান্তরে বার্ষিক এক টাকা খাজনায় ওই জমি বিদ্যালয়ের নামে স্থায়ী লিজ নিয়ে ভবন সম্প্রসারণ করা হয়। অল্পদিনে বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯১৭ সালে বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদন পায়। ওই সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বরদাকান্ত সেন। ১৯৬১ সালে বিজ্ঞান বিভাগ চালুর জন্য স্কুলটি ঢাকা বোর্ডের অনুমোদন পায়। ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে স্কুলটিকে 'মালটি ল্যাটার‍্যাল স্কীম' এর অধীনে নিয়ে বহুমুখী উন্নতি করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৫ নভেম্বর জাতীয়করণ করা হয়। নামকরণ করা হয় 'পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ড. দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্য সচিব আরএন সেনগুপ্ত (আই.এ.এস), বাংলাদেশের সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া, সাবেক সচিব ও বর্তমান সরকারের অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, সাবেক এমপি মজিবর রহমান তালুকদার, সাবেক এমপি মো. হাবিবুর রহমান মিয়া, বিচারপতি এ কে বদরুল হক, বিচারপতি মো. নিজামুল হক (নাসিম), সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী প্রমুখ।

বিদ্যালয়টি শুরু থেকে সুনাম অর্জন করে আসছে। ১৯৩১ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৩৩ জন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ স্কুল থেকে শতকরা ৭১ দশমিক ৪ ও ৬৬ দশমিক ছয়জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪ সালে শতকরা ৮৮ দশমিক দুইজন ছাত্র উত্তীর্ণ হন। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৯৯ ভাগ। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রভাতী ও দিবা দুই শাখায় মোট ছাত্র সংখ্যা এক হাজার ছয়শ আটজন। এখানে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৫০টি পদের বিপরীতে মাত্র ৩৯ জন। কম্পিউটার বিষয় থাকলেও শিক্ষকের পদ নেই। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মো. ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, জেলার সবচেয়ে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় ১২৯ বছরে আজও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। দীর্ঘ ২৬ বছরের শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে এ বিদ্যাপীঠের কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।